Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 168-172
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

ন্যায়সূত্র অনুসরণে পদের অর্থ নির্দেশ

কল্যাণ ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

In Indian Philosophy of language it's an important question that, what aspect of the object is primarily denoted by a word? The object denoted by a word is not a simple entity, but the object denoted by a word is a complex or compound individual with its different properties or aspects. When a speaker utters a word like 'cow', is not something simple entity, sometimes the term 'cow' is used to convey an individual cow (vyakti), sometimes its shape or form(akrti)and sometimes, the class-essence (jati) which are invariably related to the animal cow. Regarding this discussion In Indian philosophy there are three main theories, these three theories are known as (i) vyaktisaktivada (ii) akrtisaktivada and (iii) jatisaktivada. Nyayasutrakara Gautama redetected all these theories and has presented his own view in his nyaya-sutra which is known as vyaktyakrtijatisaktivada. In this short article I would like to unfold the view of maharsi Gautama regarding vyaktyakrtijatisaktivada.

বক্তার দ্বারা উচ্চারিত পদ বা শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে শ্রোতার শাব্দবোধ ঘটে । কিন্তু যে কোন শব্দ শ্রবণের মাধ্যমে শ্রোতার যে কোন শব্দার্থের বা পদার্থের বোধ ঘটে না । নির্দিষ্ট কোন পদ শ্রবণের পরে নির্দিষ্ট কোন পদার্থের জ্ঞান হয়ে থাকে । 'ঘট', 'পট', 'অশ্ব' প্রভৃতি পদ এদের নিজ নিজ বিশেষ অর্থকেই বোঝায়। পদ তার সমুদায় শক্তি ও অবয়ব শক্তি দ্বারা পদার্থকে বোঝায়। কিন্তু কোন্ পদের কোন্ অর্থ বোঝানোর শক্তি আছে তা বুঝাবো কি করে ? প্রশ্নটিকে এভাবেও করা যায়, পদের এই শক্তির স্থান কোথায় ? উদাহরণস্বরূপ বলা যায় 'গো' পদের দ্বারা আমরা গো ব্যক্তিকে বুঝি, না গো আকৃতিকে বুঝি, না গোত্ব জাতিকে বুঝি, নাকি গোত্বজাতিগো-আকৃতিবিশিষ্ট গো ব্যক্তিটিকে বুঝি ? সাধারণ ভাবে আমরা বলে থাকি গো পদার্থটি 'গো' পদবাচ্য, কিন্তু গো পদার্থটি একটি সরল বিষয় নয়, বিশিষ্ট বিষয়। 'গো' বলতে গো আকৃতি, ও গোত্ব জাতিবিশিষ্ট একটি প্রাণীকেই আমরা বুঝে থাকি। এই প্রাণীটি একটি ব্যক্তিবিশেষ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন হয় 'গো' পদের শক্তি গোব্যক্তিতে, না গো-আকৃতিতে, না গোত্বজাতিতে ? এই প্রশ্নের উত্তরকে কেন্দ্র করে কেবল যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে মতপার্থক্য ঘটেছে তা নয় একই সম্প্রদায়ের বিভিন্ন আচার্যগণের মধ্যেও মতপার্থক্য ঘটেছে। মীমাংসক শবরস্বামী আকৃতিতেই পদের শক্তি বলেছেন কুমারিল ভট্ট আবার জাতিতেই শক্তি স্বীকার করেন। মহর্ষি গৌতম জাতি, আকৃতি ও ব্যক্তিতে পদশক্তি স্বীকার করেন। তাঁর মতে স্থান-কাল ভেদে কখনো জাতিতে শক্তি কখনো জাতিতে শক্তি কখনো আকৃতিতে শক্তি আবার কখনো বা ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকৃত হয়েছে। অন্নম্ভট আবার জাতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেছেন। বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেন। জগদীশ তর্কালঙ্কার জাতি ও অবয়বসংস্থানরূপ আকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেছেন, গদাধর ভট্টাচার্যও জাত্যাকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তিতেই শক্তি ও রঘুনাথ শিরোমণি ব্যক্তিতেই শক্তি স্বীকার করেছেন। এই নিবন্ধে ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতমকে অনুসরণ করে পদশক্তির স্থান নির্ণয় বিষয়ক একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়েছে ।

পদ শক্তির দ্বারা কোন একটি নির্দিষ্ট অর্থকেই বোঝায়। কিন্তু কোন্ পদের কোন্ অর্থ বোঝানোর শক্তি আছে তা বুঝাবো কি করে ? মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে দ্বিতীয় আহ্নিকের উনষাট সংখ্যক সূত্রে পদের দ্বারা সংকেতিত অর্থ কোনটি সে বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করেছেন। এই আলোচনায় প্রথমেই আছে একটি সংশয়। এই সংশয়টি তিনি প্রকাশ করেছেন এভাবে 'ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতিসন্নিধাবুপাচারাৎ সংশয়ঃ।' অর্থাৎ, ব্যক্তি, আকৃতি এবং জাতি এই তিনটির কোন্‌টি পদার্থ ? সবকটিই কী? বলাই বাহুল্য, যে পদের অর্থ নিয়ে এই সংশয় সেই পদ কিন্তু কেবল নামপদ। শুধুমাত্র 'ঘট', 'অশ্ব' প্রভৃতি নাম পদের অর্থ বিষয়েই এরূপ সংশয় শাস্ত্রে উত্থাপিত হয়েছে। ক্রিয়াপদ বা প্রত্যয়রূপ পদের অর্থ বিষয়ে এরূপ সংশয় উত্থাপিত হয়নি। ন্যায়সূত্রকার নিজে সংশয় প্রকাশের মধ্যে দিয়ে উক্ত প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত হল " ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ"[১] অর্থাৎ, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই পদার্থ। "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" মহর্ষির এই সিদ্ধান্ত বৈশেষিক দর্শনেও স্বীকৃত। বৈশেষিক সূত্রের উপস্কার টীকায় শঙ্কর মিশ্র দ্রব্যবোধক ঘটাদি প্রভৃতি পদস্থলে ঘটত্ব জাতি এবং কম্বুগ্রীবাদিত্ব (ঘটের আকার) বিশিষ্ট ঘটাদি ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করেছেন। তাঁর মতে গুণকর্মাদিব্যক্তি মাত্রে শক্তি কল্পিত হয়। [২] আমরা এখন মূলতঃ মহর্ষি গৌতমের আলোচনার সূত্র ধরে ব্যক্তিতে শক্তি, আকৃতিতে শক্তি ও জাতিতে শক্তি এই তিনটি মতের আলোচনায় প্রবেশ করব।

যখন কোন পদের দ্বারা আমরা কোন ব্যক্তিকে বুঝি তখন ঐ ব্যক্তিকেই বলা হয় পদার্থ। গৌতমের মতে ব্যক্তি পদের অন্যতম অর্থ। এখন প্রশ্ন হল ব্যক্তি কি ? মহর্ষি গৌতম ব্যক্তির লক্ষণে বলেছেন " ব্যক্তির্গুণবিশেষাশ্রয়ো মূর্ত্তিঃ"[৩] অর্থাৎ, গুণবিশেষের আশ্রয় যে মূর্ত্তি তাই ব্যক্তি। ন্যায়মতে গুণবিশেষের আশ্রয় হল দ্রব্য। অর্থাৎ গুণবিশিষ্ট দ্রব্য বিশেষই ব্যক্তি। তবে যে কোন দ্রব্যই ব্যক্তি নয়। একমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য দ্রব্যই ব্যক্তি। যেমন আকাশ দ্রব্য হলেও ব্যক্তি পদার্থ নয়। কেননা তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ভাষ্যকার ব্যক্তি পদার্থের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন "ব্যজ্যত ইতি ব্যক্তিরিন্দ্রিয়গ্রাহ্যেতি ন সর্ব্বং দ্রব্যং ব্যক্তি"[৪] ইন্দ্রিয়ের দ্বারা জ্ঞাত হয় যে দ্রব্য তাই ব্যক্তি, সব দ্রব্য ব্যক্তি পদার্থ নয়। মহর্ষি গৌতম ব্যক্তির লক্ষণে 'মূর্তি' শব্দের উল্লেখ করেছেন। মূর্চ্ছ ধাতু থেকে 'মূর্তি' শব্দটি এসেছে। যে অবয়বগুলি মুর্চ্ছিত বা পরস্পর সংযুক্ত তাকে মূর্তি বলে। আকাশাদি দ্রব্যের অবয়ব না থাকায় তা বিভিন্ন অংশের সঙ্গে পরস্পর সংযুক্ত এ কথা বলা যায় না। তাই তা মূর্তি নয়। ফলত তাকে ব্যক্তি পদার্থও বলা যায় না।

ন্যায়সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় আহ্নিকে ব্যক্তিই পদার্থ এই মত সমর্থনের পক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করতে গিয়ে মহর্ষি বলেছেন " যাশব্দ-সমূহ-ত্যাগ-পরিগ্রহ-সংখ্যা-বৃদ্ধাপচয়-বর্ণ-সমাসনুবন্ধানাং-ব্যক্তাবুপচরাদব্যক্তিঃ"[৫] অর্থাৎ, 'যা' শব্দ, সমূহ। ত্যাগ, পরিগ্রহ,সংখ্যা,বৃদ্ধি,অপচয়,বর্ণ,সমাস,অনুবন্ধ,প্রভৃতির ব্যক্তিতে প্রয়োগ প্রসিদ্ধ আছে। ব্যক্তিতেই ঐ 'যা' শব্দের প্রয়োগ হয় তা সহজেই বোঝা যায়। কারণ গোত্ব জাতির ভেদ নাই, কিন্তু গো ব্যক্তির ভেদ আছে। গো ব্যক্তির ভেদ থাকায় 'যা গৌঃ' এই প্রয়োগে 'যা' শব্দের দ্বারা ঐ গরুবিশেষকে প্রকাশ করা যেতে পারে, গোত্ব জাতির বিশেষকে নয়।ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই প্রসঙ্গে বলেছেন 'যা' শব্দের দ্বারা ব্যক্তিতেই প্রয়োগ উপপন্ন হয়। অনুরূপ ভাবে 'গবাং সমূহ' এই রূপ বাক্য গো নামক দ্রব্যেই প্রয়োগ হওয়ার 'গো' শব্দের দ্বারা গো নামক দ্রব্য অর্থাৎ গো ব্যক্তিকেই বোঝা যায়। ব্রাহ্মণকে গো দান করা হচ্ছে এই জাতীয় বাক্যে গোব্যক্তিতেই দানের প্রয়োগ হওয়ার 'গো' শব্দের দ্বারা গো ব্যক্তি অর্থাৎ গো নামক দ্রব্যই অর্থ তা বোঝা যায়। করণ গোত্ব জাতির দান সম্ভব নয়, জাতি অমূর্ত পদার্থ গোত্ব জাতির দান হতে পারে না। ব্রাহ্মনের গো, শূদ্রের গো ইত্যাদির প্রয়োগে যে স্বত্ব-সম্বন্ধের ভেদ বোঝা যায় তা গোত্ব জাতিতে সম্ভব হয় না। গো ব্যক্তির ভেদ থাকায় গোব্যক্তির সত্বভেদ সম্ভব হয়। সুতরাং ঐরূপ প্রয়োগে 'গো' শব্দের দ্বারা গো ব্যক্তিকেই বোঝায় গোত্ব জাতিকে নয়।একই রকম ভাবে পাঁচটি গরু (সংখ্যা), গো বৃদ্ধি প্রাপ্ত হচ্ছে (বৃদ্ধি), গো ক্ষীণ হচ্ছে (হ্রাস), আবার শুক্ল গো (গুণ) প্রভৃতি বাক্যে 'সংখ্যা', 'বৃদ্ধি', 'হ্রাস', প্রভৃতি শব্দ সমূহের প্রয়োগের দ্বারা গো ব্যক্তিকেই বোঝা যায় গোত্ব জাতিকে নয়।

মহর্ষি গৌতম উপরোক্ত উপায়ে ব্যক্তিতে শক্তি স্বীকার করলেও ব্যক্তিশক্তিবাদীদের কেবলমাত্র ব্যক্তিতেই শক্তি এই মত খন্ডন করেছেন। তিনি বলেছেন ' ন তদনবস্থানাৎ'।[৬] অর্থাৎ, ব্যক্তির ব্যবস্থা বা নিয়ম নেই। ব্যক্তি অসংখ্য। ব্যক্তি অসংখ্য হওয়ায় তার কোন ব্যবস্থা বা নিয়ম থাকতে পারে না। গোব্যক্তি অসংখ্য হওয়ায় কোন্ ব্যক্তিটি 'গো' পদের অর্থ হবে তা বলা শক্ত। যদি 'গো' শব্দ ব্যক্তি মাত্রের বাচক হতো তাহলে যে কোন গো ব্যক্তি তার দ্বারা বোঝা যেত। কিন্তু তা হয় না। বৃদ্ধব্যবহার থেকে বালকের যখন একটি গো ব্যক্তিতে 'গো' পদের অর্থের জ্ঞান হয় তখন তার অন্য গরুতে 'গো' পদের অর্থ জ্ঞান হয় না। এজন্য সকল 'গো' শব্দের প্রয়োগের দ্বারা গোত্ব বিশিষ্ট গো কে বোঝা হয়ে থাকে, শুধুমাত্র গো ব্যক্তিকে নয়। অন্যভাবে বলা

যায় 'গো' পদের দ্বারা সর্বত্রই যখন গোত্বকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র গো ব্যক্তিকে বোঝা যায় না তখন গোত্ব বিশিষ্ট গো-'গো' পদের অর্থ। শুধুমাত্র গো ব্যক্তি 'গো' পদের অর্থ নয় একথা স্বীকার করতে হয়।

পদার্থরূপ আকৃতি: ন্যায়মতে ব্যক্তি যেমন পদের অর্থ, আকৃতিও তেমনি পদের অর্থ বা পদার্থ। জৈমিনিসূত্রের ভাষ্যকার শবরস্বামী আকৃতিশক্তিবাদের প্রধান প্রবক্তা। তাঁর মতে আকৃতিতেই পদের শক্তি। নৈয়ায়িকগণও যদিও কেবল আকৃতিতেই পদের শক্তি এই মত সমর্থন করেন না তথাপি আকৃতিতেও শক্তি স্বীকার করেন। এখন প্রশ্ন হল আকৃতি বলতে কি বুঝি ? মহর্ষি গৌতম আকৃতির লক্ষণ প্রকাশ করতে বলেছেন, " আকৃতির্জ্জাতিনিঙ্গাখ্যা"।[৭] অর্থাৎ, যার দ্বারা জাতি বা জাতির লিঙ্গ ব্যাখ্যাত হয় তাই আকৃতি। আকৃতিবিশেষের দ্বারা গোত্বাদি জাতিবিশেষের জ্ঞান হয়ে থাকে। আকৃতি জাতির ব্যাঞ্জক হয় এজন্য আকৃতিকে জাতিলিঙ্গ বলা হয়। ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন ও বার্তিককার উদ্যোতকর 'জাতিলিঙ্গ' এই পদটি দ্বন্দ্ব সমাসসিদ্ধ বলে যার দ্বারা জাতি এবং লিঙ্গ বা জাতিলিঙ্গ আখ্যাত হয় তাকেই আকৃতি বলেছেন। যেমন, গবাদি প্রাণীর হস্ত-পদাদি অবয়বের পরস্পর বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতির দ্বারা গোত্বাদি জাতি আখ্যাত হয়। আবার ঐ হস্ত-পদাদির অবয়ব সমূহের যে সকল অবয়ব তাদের পরস্পর ঐ বিলক্ষণ-সংযোগরূপ আকৃতির দ্বরা জাতির লিঙ্গের অবয়ব বিশেষ (যেমন মস্তক) আখ্যাত হয়। তাৎপর্য টীকাকার বাচস্পতি মিশ্র বলেছেন মস্তক ও হস্ত-পদাদি অবয়বের বিলক্ষণ-সংযোগ আকৃতি যেমন মনুষত্ব জাতির ব্যঞ্জক তেমনি নাসিকা, ললাট, চিবুক প্রভৃতি মস্তকের অবয়ব সমূহের পরস্পর-বিলক্ষণ-সংযোগ রূপ আকৃতি মনুষ্য জাতির লিঙ্গ যে মস্তক তার ব্যঞ্জক। অর্থাৎ আকৃতি যেমন জাতির ব্যঞ্জক তেমনি জাতির ব্যঞ্জকেরও ব্যঞ্জক। অন্যভাবে বলা যায় আকৃতি যেমন জাতির লিঙ্গ তেমনি আকৃতি জাতিলিঙ্গেরও লিঙ্গ। এপ্রসঙ্গে তাৎপর্য্যটীকাকার আকৃতিকে জাতিলিঙ্গ বলার কারণ উল্লেখ করে বলেছেন যে, জাতি ন্যায় মতে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, প্রত্যক্ষসিদ্ধ পদার্থকে অনুমেয় বলে গ্রহণ করে তার লিঙ্গ নির্দেশ করার কোন যথার্থ হেতু থাকতে পারেনা। তবে যারা জাতিকে প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলেন না তাদের উদ্দেশ্যেই সূত্রকার আকৃতিকে জাতিলিঙ্গ বলেছেন।[৮]

আকৃতি জাতিব্যঞ্জক হলেও সর্বক্ষেত্রেই যে জাতির ব্যঞ্জক হবে তা বলা যায়না। যেসব পদার্থের আকৃতি নেই অথচ জাতি আছে সেসব ক্ষেত্রে আকৃতি জাতির ব্যঞ্জক হয়না। যেমন মৃত্তিকা, স্বর্ণ প্রভৃতি দ্রব্যের আকৃতি নেই তাই মৃত্তিকাত্ব জাতির ব্যঞ্জক আকৃতি নয়। মৃত্তিকার তৈরী গো ব্যক্তির আকৃতি আছে। তাই গোব্যক্তির আকৃতি গোত্বজাতির ব্যঞ্জক।

আকৃতি যে পদার্থ হতে পারে তার সমর্থনে মহর্ষি বলেছেন সত্ত্ব-অবয়বস্থানের সিদ্ধি আকৃতিকে অপেক্ষা করে। সত্ব বলতে এখানে গো, অশ্ব প্রভৃতি প্রাণীই মহর্ষির অভিপ্রেত এ কথা বোঝা যায়। গো অশ্ব নয়। গো, অশ্ব ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ রূপেই ব্যবস্থিত আছে। তাদের ঐ রূপে ব্যবস্থিতত্ত্বই সত্ত্বব্যবস্থান। আর ঐ সত্ত্বব্যবস্থানের সিদ্ধি আকৃতি সাপেক্ষ। গোর আকৃতি দেখলেই 'এটি গো' এই জ্ঞান হয়। অশ্বের আকৃতি দেখলেই 'এটি অশ্ব' এই জ্ঞান হয়। যে ব্যক্তি গো ও অশ্বের আকৃতিভেদ জানে না সে কিছুতেই 'এটি গো', 'এটি অশ্ব' এইরূপে বুঝে উঠতে পারে না। গোর অবয়ব অশ্বাদিতে থাকে না গো ব্যক্তিতেই থাকে। আকৃতি না বুঝলে এটি 'গো' এটি 'অশ্ব' এইরূপ বোধ হয় না। সুতরাং গোর আকৃতিকেই 'গৌঃ' এই পদের অর্থ বলা উচিত। এইভাবে মহর্ষি আকৃতিতে শক্তি স্বীকার করলেও আকৃতিশক্তিবাদকে তিনি সমর্থন করেননি। আকৃতিশক্তিবাদ কেবলমাত্র আকৃতিতেই শক্তি স্বীকার করে।

আকৃতিশক্তিবাদের বিরুদ্ধে মহর্ষির যুক্তি হল " ব্যক্ত্যাকৃতিযুক্তেহপ্যপ্রসঙ্গাৎ প্রোক্ষণাদীনাং মৃদ্গবকে জাতি"।৯ অর্থাৎ, মৃত্তিকা নির্মিত গো ব্যক্তি আকৃতি যুক্ত হলেও তাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ না হওয়ায় ব্যক্তি ও আকৃতিকে একক ভাবে পদার্থ বলা যায় না। অর্থাৎ 'গো' পদের দ্বারা গোর আকৃতি এককভাবে পদার্থ হলে মাটির দ্বারা নির্মিত গো তে 'গো' পদের মুখ্য প্রয়োগ হতে পারত। কিন্তু তার প্রয়োগ হয় না। কারণ মাটির নির্মিত গোর আকৃতিতে জাতি থাকে না বলে কেবল আকৃতিই পদের অর্থ হতে পারে না।

পদার্থরূপে জাতি: জাতির লক্ষণে মহর্ষি গৌতম বলেছেন " সমানপ্রসবাত্মিকা জাতিঃ"[১০] অর্থাৎ, যা সমান বুদ্ধি প্রসব করে বা উৎপন্ন করে এই রূপ পদার্থবিশেষ জাতি। গোত্ব প্রভৃতি জাতি তার সকল আশ্রয়ে সমান বুদ্ধি প্রসব করে। গো পদার্থগুলি পরস্পর ভিন্ন হলেও সকল গো পদার্থের এমন এক ধর্ম আছে যা সকলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান। এই ধর্মকে বলে সামান্য বা জাতি। গো পদার্থে গোত্ব নামক সামান্য ধর্মই সকল গো পদার্থে অর্থাৎ তার সকল আশ্রয়ে সমান বুদ্ধি প্রসব করে। এই জাতি, জাতিবাচক নামপদের অন্যতম অর্থ যেমন; গোত্ব জাতি 'গো' এই পদের অর্থ। জাতি যে পদের অর্থ হয় তার পক্ষে

মহর্ষি বলেছেন মাটির দ্বারা নির্মিত গো ব্যক্তি ও আকৃতিযুক্ত হলেও তাতে প্রোক্ষণাদির প্রয়োগ হয় না । তাই কেবল ব্যক্তি ও আকৃতিকে পদার্থ বলা যায় না, জাতিকেও পদার্থ বলতে হয় । যদি জাতিকে ত্যাগ করে ব্যক্তি অথবা আকৃতিকে পদার্থ বলা হয় তাহলে মাটির দ্বারা নির্মিত গো ব্যক্তিও 'গো' পদের অর্থ হতে পারে কারণ তাতে গোত্ব না থাকলেও গোর আকৃতি আছে এবং তা গো নামে কথিত হয় । কিন্তু গো দান করার সময় কেউই মাটির গরু দান করে না । 'গো আনয়ন করো' এই বাক্যের ক্ষেত্রেও কেউ মাটির গরু আনয়ন করে না, কারণ তাতে গোত্ব জাতি নেই আর গোত্ব জাতি না থাকাতেই মাটির গরুতে 'গো' শব্দের মুখ্য প্রয়োগ হয় না , সংকেত বা শক্তি প্রযুক্ত ঐ পদের দ্বারা মাটির গরুতে যথার্থ শাব্দবোধ হয় না । গোত্ব বিশিষ্ট গো বিষয়েই যথার্থ শাব্দবোধ হয়। সুতরাং গোত্ব জাতিকে বাদ দিয়ে 'গো' পদের অর্থ নির্ধারিত হতে পারে না। 'গৌঃ' এই পদের গোত্ববিশিষ্ট গোর আকৃতি বিশেষকে 'গো' শব্দের পদার্থ বললে সেই পদার্থবোধ বিশেষণ ভাবে গোত্বেরও বোধ হওয়ায় গোত্ব জাতিরও পদার্থত্ব স্বীকৃত হয় ।

জাতি পদার্থ এই মত স্থাপনান্তর মহর্ষি জাতি একমাত্র পদার্থ এইরূপ জাতিশক্তিবাদী মত খন্ডন করেছেন । এই প্রসঙ্গে মহর্ষি তাঁর ন্যায় সূত্রের ২/২/৬৫ সংখ্যক সূত্রে বলেছেন " নাকৃতিব্যক্ত্যপেক্ষত্বাজ্জাত্যভিব্যক্তে" অর্থাৎ, কেবল জাতি পদার্থ একথা বলা যায় না । কারণ 'গৌঃ' এই পদের দ্বারা গোর আকৃতি ও গো ব্যক্তিকে না বুঝিয়ে কেবল জাতি মাত্রকে কেউ বোঝায় না, বোঝেও না । সুতরাং কেবল গোত্ব জাতি 'গৌঃ' এই পদের অর্থ তা বলা যায় না , যদি গোত্ব জাতি মাত্রই 'গৌঃ' এই পদের অর্থ হত তাহলে 'গৌঃ' এই পদের দ্বারা কেবল গোত্ব মাত্রের বোধ হতে পারত না । কিন্তু 'গৌঃ' এই শব্দ থেকে গরুর বোধ আমাদের হয় । আবার গোত্ব জাতিকে 'গো' পদের অর্থ বলা হলে যাবৎ গরুই নিত্য হয়ে পড়ে । কিন্তু তা স্বীকার করা যায় না ।

উক্ত আলোচনার পরিপ্রক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে ন্যায় সূত্রকার গৌতম 'গৌঃ' এই পদটিকে উদাহরণ হিসাবে গ্রহণ করে গো ব্যক্তিটি অথবা গো আকৃতিটি অথবা গোত্ব জাতির মধ্যে কোন একটি পদার্থ অথবা ঐ সবকটিই পদার্থ এই জাতীয় যে সংশয় প্রকাশ করেছিলেন তার সমাধানে সিদ্ধান্ত করেছেন যে এই তিনটিই পদার্থ, এদের কোন একটি মাত্র পদার্থ নয় । গৌতম তাঁর ন্যায় সূত্রের ২/২/৬৬ সংখ্যক সূত্রে পদার্থ কি বা কোন্‌টি এই আলোচনায় বলেছেন " ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" অর্থাৎ, ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটিই পদার্থ । মহর্ষি ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটিকেই পদের দ্বারা বোদ্ধব্য অর্থ অর্থাৎ পদার্থ বলেছেন । ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এই সূত্রের ব্যাখ্যায় বলেছেন 'তু' শব্দটি বিশেষণার্থ, অথবা বিশেষণ বা বিশিষ্টতা বোধের জন্যই ঐ সূত্রে 'তু' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েছে । কিন্তু 'তু' শব্দের দ্বারা কাকে কোন্ বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট বলা হয়েছে ? ভাষ্যকারের মতে প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের নিয়ম নাই । ঐ পদার্থত্ব ব্যক্তি প্রভৃতির প্রাধান্য ও অপ্রাধান্যের অনিয়মবিশিষ্ট । কোন স্থলে ব্যক্তি প্রধান, কোন স্থলে আকৃতি আবার কোন স্থলে জাতিই প্রধান হয়ে থাকে ।[১১] যে সময়ে কোন একটি ব্যক্তি থেকে অন্য ব্যক্তির ভেদ বোঝাতে চায় অর্থাৎ যখন পদের দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের অর্থের বোধ হয়, তখন ব্যক্তিই প্রধান, জাতি ও আকৃতি অপ্রধান । কিন্তু যে সময়ে ব্যক্তির ভেদ বোঝাতে না চেয়ে ব্যক্তির সামান্যতঃ বোধ হয় তখন জাতি প্রধান, ব্যক্তি ও আকৃতি অপ্রধান । এভাবে কোথাও আকৃতি প্রধান জাতি ও ব্যক্তি অপ্রধান হয় । যাইহোক মহর্ষি গৌতম কখনো জাতি, কখনো আকৃতি, কখনো ব্যক্তিকেই পদার্থ বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন । শুধুমাত্র ব্যক্তি, শুধুমাত্র আকৃতি, শুধুমাত্র জাতি পদার্থ নয় । এই হল মহর্ষি গৌতমের "ব্যক্ত্যাকৃতি-জাতয়স্তু পদার্থঃ" এই বক্তব্যের বিবক্ষিত বিষয় । মহর্ষি গৌতম ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতিকে পদার্থ বলেছেন তবে সর্বক্ষেত্রেই যে ব্যক্তি, আকৃতি ও জাতি এই তিনটি পদের অর্থ হবে তা নয় । কোন ক্ষেত্রে ব্যক্তি, কোন ক্ষেত্রে আকৃতি, কোন ক্ষেত্রে জাতি পদের অর্থ হবে । তিনটিই পদার্থ একথা বললে সংশয় হয় । এই তিনটি কী পদার্থ হিসাবে অভিন্ন ? সংশয় হওয়া স্বাভাবিক এই কারণে যে একটিই পদ কখনো ব্যক্তিকে, কখনো আকৃতিকে কখনো জাতিকে বোঝাচ্ছে । সে ক্ষেত্রে এই তিনটি অভিন্ন না হলে কীভাবে একটি পদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে । মহর্ষি গৌতম বলেছেন এই তিনটিই ভিন্ন পদার্থ এবং এগুলির ভিন্নতা লক্ষণভেদ বশতঃ । তৎস্বত্ত্বেও একই পদের দ্বারা এই তিনটিকেই বোঝানো যায় ।

তথ্যসূত্র:

১/ ন্যায়সূত্র, গৌতম, ২/২/৬৬, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত পৃষ্ঠা- ৫০৪ ।
২। "তথা চ শব্দার্থয়োরীশ্বরেচ্ছাএব সম্বন্ধঃ। স এব সময়ঃ"। সপ্তম অধ্যায়, আহ্নিক ২, সূত্র ২০, উপস্কার, মধুসূদন ন্যায়াচার্য কর্তৃক অনুবাদিত শব্দশক্তিপ্রকাশিকা থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ১১ ।
৩/ ন্যায়সূত্র, গৌতম, ২/২/৬৭, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৫১০ ।
৪/ বাৎস্যায়ন ভাষ্য, (২/২/৬৭ সূত্রের ভাষ্য) বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা-৫১০ ।
৫/ ন্যায়সূত্র, গৌতম, ২/২/৬০, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা - ৪৯০ ।
৬/ ন্যায়সূত্র, গৌতম, ২/২/৬১, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা - ৪৯৪ ।
৭/ ন্যায়সূত্র, গৌতম ২/২/৬৮, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা- ৫১১ ।
৮/ তাৎপর্য্যটীকা, বাচস্পতি মিশ্র, মহর্ষি গৌতমের ২/২/৬৭ সূত্রের উপর ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক প্রদত্ত টিপ্পনী, (ন্যায়দর্শন) পৃষ্ঠা - ৫২১ ।
৯/ ন্যায়সূত্র, গৌতম, ২/২/৬৪ ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা - ৫০১ ।
১০/ ন্যায়সূত্র, গৌতম, ২/২/৬৯, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা - ৫১৪ ।
১১/ " প্রধানাঙ্গ ভাবস্যানিয়মেন পদার্থত্বমিতি", বাৎস্যায়নভাষ্য, ২/২/৬৬ সূত্রের ভাষ্য, বাৎস্যায়ন, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কৃত বঙ্গানুবাদসহ, পৃষ্ঠা - ৫০৪ ।

গ্রন্থপঞ্জী

১. কর গঙ্গাধর, শব্দার্থসম্বন্ধ সমীক্ষা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, কলকাতা ২০০৩ ।
২. ঘোষ, রঘুনাথ ও ভট্টাচার্য চক্রবর্তী, ভাস্বতী, শব্দার্থ বিচার (সম্পাদনা), এলাইড পাবলিশার্স্ প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৫ ।
৩. তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, ন্যায়পরিচয়, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ২য়সংস্করণ ১৯৮৬ ।
৪. ন্যায়সূত্র (গৌতমসূত্র) ও বাৎস্যায়নভাষ্য সহ, ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, (১ম,২য়,৩য়,খন্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলকাতা, ১ম খন্ড ৩য় সংস্করণ ২০০৩, ২য় ও ৩য় খন্ড ২য় সংস্করণ ২০০০ খ্রীষ্টাব্দ ।
৫. পদার্থধর্মসংগ্রহ, প্রশস্তপাদাচার্য, দন্ডীস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক সম্পাদিত ভাষ্যবিবৃতি ও বিবরণ সহ, (প্রশস্তপাদভাষ্য) দামোদর আশ্রম, কলকাতা, ২০০০ ।
৬. ভাষাপরিচ্ছেদ, বিশ্বনাথ ন্যায়পঞ্চানন, পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ সহ, সংস্কৃতপুস্তক ভান্ডার, ৩য় সংস্করণ, ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ ।
৭. ভট্টাচার্য্য শ্রীমোহন ও ভট্টাচার্য্য দীনেশচন্দ্র শাস্ত্রী, ভারতীয় দর্শন কোষ, ১ম খন্ড সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা ১৯৭৮ ।
৮. মন্ডল প্রদ্যোত কুমার, বৈশেষিক দর্শন, প্রগ্রেসিভপাবলিশার্স, কলকাতা ২০০৪ ।
৯। মন্ডল প্রদ্যোত কুমার, প্রশস্তপাদের দর্শন, রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১১ ।
১০. Ganari Janardhan, Artha (meaning), Oxford University Press, 2006.